দৈনিক খবর

তারিখ 30 NOV 1993
পৃষ্ঠা 2 কলাম 5

# থিয়েল একটি আর্ট স্কুলের নাম

● মতিয়ুর রহমান লান্টু ●

কুষ্টিয়া, ২৯শে নভেম্বর।– থিয়েল একটি মাছ ধরার উপকরণ এই নাম নিয়ে কুষ্টিয়া শহরে আত্মপ্রকাশ করেছে একটি আর্ট স্কুল, যেখানে ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫৫ জন। চারজন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এখানে যাদের তিনজনই বিএফএ ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন।

কুষ্টিয়া শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের কিন্তু চারুকলা বিষয়ের দীর্ঘদিনের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে তুলবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন থিয়েলের প্রতিষ্ঠাতা মীর জাহিদ ও তার সহযোগী তিনজন মীর মনী, এনামুল কবির ও মোঃ ইউনুসকে নিয়ে। ইতিপূর্বে তারা দু'টি ছবি আঁকার কর্মশালা করেছেন এবং সেখান থেকে উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম দিয়ে প্রদর্শনীও করেছেন। এছাড়াও শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা একক প্রদর্শনী গ্রুপ প্রদর্শনী বার বার কুষ্টিয়াবাসীর সামনে কুষ্টিয়াবাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং বিশেষ মহলের সুনাম অর্জন করে শিল্প বোদ্ধার সৃষ্টি করেছেন। থিয়েল কার্যালয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের প্রতিনিধির সাথে। উক্ত আর্ট স্কুলটি কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রেসক্লাবের পাশে অবস্থিত। সমস্ত ক্লাস রুমটি হাতে আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে সমস্ত ঘরে ফুলের টব সাজিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছেলে–মেয়েরা ছবি আঁকছিল। সপ্তাহে দু'দিন বৃহস্পতি ও শুক্রবারে ২ ঘন্টা করে ক্লাস হয়। সম্পূর্ণ একাডেমিক রীতিতে সিলেবাস তৈরী করে এখানে ছবি আঁকা শেখানো হয়। ছবি আঁকার পাশাপাশি এখানে শিল্পের ইতিহাস, সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্বাধীনার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার মীর জাহিদ বললেন, থিয়েল থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্র–ছাত্রী আত্ম সচেতন, সৃজনশীল এবং স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখবে। ছবি আঁকার পাশাপাশি লেটারিং, ডিজাইন, ঝটিকা, ফেব্রিক, সেট ডেকোরেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে কর্মজীবনে এগুলো তার সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তিনি ছবি আঁকার ধারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার জন্য কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। থিয়েল থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলে–মেয়ে নিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলে গিয়ে কাজ করবেন। ইতিমধ্যেই তিনি কুষ্টিয়া জেলা স্কুল থেকে সাত হাজার সম্পূর্ণ রঙে আঁকা ছবি সংগ্রহ করেছেন। '৯৪–এর জানুয়ারীতে এই ছবি দিয়ে তিনি প্রদর্শনী কারতে চান যা কি–না প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলেও ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে প্রদর্শিত হবে। থিয়েল আর্ট স্কুলের শাখা কুষ্টিয়ার শহরের বাইরেও খোলার প্রস্তুতি চলছে। এ ধরনের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান থিয়েলের পরিচালক মীর মীর্জা। তিনি আরো বলেন, এভাবে সৃজনশীল কাজের মধ্যে শিশু বয়স থেকে প্রবেশ করলে তাদের সচেতনতা বাড়বে এবং নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হব।

এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের জন্য থিয়েল কর্তৃপক্ষকে আমরা সাধুবাদ জানাই। দেশের সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে থাকা শিল্পীরা তাদের চারুকলা বিষয়ের প্রশিক্ষণ থিয়েলের মত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে বোধকরি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে আর বেশীদিন লাগবে না।